দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...25 JAN 2008... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বরগুনা : সিডরে বিধ্বস্ত সদর উপজেলার ধুপতি আরাবিয়া এমদাদুল উলুম হাফেজী ও কওমিয়া মাদ্রাসা (ডানে)। বিধ্বস্ত মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে সকাল বেলা কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করছে (বামে) - ইনকিলাব

সিডরে বিধ্বস্ত বরগুনার ২ শতাধিক কওমী মাদ্রাসার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মো : মোশাররফ হোসেন

সিডরে বিধ্বস্ত বরগুনা জেলার স্কুল, কলেজ ও আলীয়া মাদ্রাসাসমূহ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য লাখ লাখ টাকা সরকারী বরাদ্দ পেলেও ৫টি উপজেলার দু'শতাধিক হাফেজী কওমী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে সরকারী তালিকার বাইরে। ফলে এসব বিধ্বস্ত মাদ্রাসা গৃহ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য কোন সরকারী বরাদ্দ পায়নি। এমনকি এসব মাদ্রাসার অসহায় দুস্থ ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীকে কোন ত্রাণসামগ্রীও দেয়া হয়নি। গত ১৫ নভেম্বর উত্তাল ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া বরগুনা জেলার ৫টি উপজেলায় প্রায় দু'শতাধিক হাফেজী, কওমী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এসব মাদ্রাসা সংলগ্ন সামান্য কিছু এতিম খানার এতিমদের জন্য সরকার সমাজকল্যাণ অধিদফতরের মাধ্যমে বার্ষিক এককালীন কিছু অর্থ বরাদ্দ করে। বাকি সবগুলো মাদ্রাসায় এতিম ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা এলাকার মানুষের দান অনুদানে জীবন ধারণ করে। যাকাত, ফেতরা, কোরবানীর চামড়া, মুষ্টি চাল এসব মাদ্রাসার আয়ের মূল উৎস। সিডরের রাতে জলোচ্ছ্বাস অনেক মাদ্রাসায় ছাত্রাবাসে অবস্থানরত বিধ্বস্ত হয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, থালাবাসন, বিছানাপত্র, কেতাবাদি, বই পুস্তক সবকিছু হারিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে দান-অনুদানে কাঠের নির্মিত এসব মাদ্রাসাগৃহ ছিল অত্যন্ত নড়বড়ে ও দুর্বল। ফলে সিডরের আঘাতে প্রায় ৯৯ ভাগ মাদ্রাসা গৃহই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সিডর-পরবর্তী দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ধানসহ অন্যান্য ফসলশূন্যতাসহ বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাবাসী নিজেরাই খেতে পারছে না। ফলে ছাত্র-শিক্ষকদের লজিং খাওয়ানো, মুষ্টির চালসহ সকল দান-অনুদান বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মরত শিক্ষকরা কোন বেতন পাচ্ছে না। লিল্লাহ বোর্ডিংসমূহ বন্ধ হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে এসব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনাতিপাতসহ মানবেতর জীবন যাপন করছে। সিডর পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত স্কুল, কলেজও আলীয়া মাদ্রাসাসমূহ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের জন্য টাকাসহ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রায় দু'শতাধিক হাফেজী, কওমী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসা কোন সাহায্য সহযোগিতা পায়নি। এ ব্যাপারে বরগুনা কওমী মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বরগুনা কওমী মাদ্রাসা ওলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা আঃ কাদের এ প্রতিনিধিকে বলেন, মানুষের মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন হাদিসের আলোকে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত হচ্ছে হাফেজী কওমিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসমূহ। যুগ যুগ ধরে এ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় সর্বত্রই অবহেলার শিকার। কোন সরকারী দান-অনুদান ছাড়াই এ শিক্ষা ব্যবস্থা তার স্বকীয় ধারায় পরিচালিত হচ্ছে। সিডরের আঘাতে অন্য সবকিছুর সাথে হাফেজী ও কওমী মাদ্রাসাসমূহ বিধ্বস্ত হলেও আজ পর্যন্ত কোন সরকারী দান-অনুদান পাওয়া যায়নি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত মাদ্রাসাসমূহের তালিকাসহ স্থানীয় প্রশাসনে আবেদন করেও কোন ফল পাইনি। সিডর পরবর্তী এ দুঃসময়ে কওমী ও হাফেজী মাদ্রাসাসমূহ এক অসহনীয় ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এনজিওসহ বিভিন্ন সংগঠন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নানারকম সাহায্য সহযোগিতা দিলেও কোরআন শিক্ষার্থী কওমী ও হাফেজী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের তারা এড়িয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে এড়িয়ে যাচ্ছে সরকারও। এ প্রেক্ষাপটে প্রধান উপদেষ্টা ও সেনাবাহিনী প্রধানসহ সকলের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত এসব হাফেজী, কওমিয়া ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসমূহের প্রতি সুদৃষ্টি কামনা করছেন তারা।